R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই শ্রাবণ, ১৪১৮।
৩রা আগষ্ট ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

## জঙ্গিপুর হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ বেড প্রচারে এলেও বাস্তবে সব ফাঁকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে রোগীর চাপ উত্তরোত্তর বাড়লেও সেখানে বেডের সংখ্যা ২৫০ শো থেকে গেছে। অথচ এখানে গড়ে ৩৫০ রোগী ভর্তি থাকছে কুকুর শেয়ালের মতো মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে। ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে প্রায় বেডে দু'জন ক'রে রোগী অবস্থান করছেন। দু'বছর ধরে এখানে না এসেছে খাট, না এসেছে বিছানাপত্র। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে জঙ্গিপুর হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ বেড বাড়ানোর কথা স্বাস্থ্য দপ্তর ঘোষণা করেছে এই পর্যন্ত।

এখানে রোগীর তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা ঠিক থাকলেও নার্সিং স্টাফের অভাব থেকেই যাচ্ছে। হাসপাতালের আয় থেকে 'রোগী কল্যাণ' সমিতি'র তত্ত্বাবধানে ৪০% টাকা লোকাল পারচেজের স্বাধীনতা প্রত্যেক হাসপাতালে এতদিন চালু ছিল। প্রয়োজনীয় ওষুধ, এক্সরে প্লেট বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করা হতো। চলতি আগষ্ট '১১ থেকে সে সুযোগ সরকারী নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, মমতা ব্যানার্জী ন্যাশানাল রুরাল হেল্‌থ মিশন থেকে ১২০০ কোটি টাকা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে আনার ব্যবস্থা করেছেন। তার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কোথায় কার কি অভাব সে সম্বন্ধে সরজমিন তদন্ত চলছে। গত ২৯ জুলাই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর সমুদ্র সেনগুপ্ত একটা টিম নিয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতাল প্রদক্ষিণ করে গেছেন।

## শ্বশুর বাড়ীর লোককে ভয় দেখাতে গিয়ে বোমা, এক ছাত্রী আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহম্মদপুর পশ্চিমপাড়ায় গত ২৮ জুলাই সকাল ৯ টা নাগাদ বোমা ফাটে। বোমার আঘাতে পথ চলতি এক প্রাইমারী ছাত্রী জখম হয়। জানা যায়, ঐ গ্রামের আতাবুর সেখের ভগ্নিপতি এমদাদুল সেখ স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে শ্বশুরবাড়ী লক্ষ্য করে কয়েকটি বোমা ফাটায়। বোমার আঘাতে সাত বছরের স্কুল ফেরতা এক পড়ুয়া জখম হয়। গ্রামের লোক এমদাদুলকে তাড়া করলে সে লুঙ্গির মধ্যে বোমা নিয়েই বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটতে থাকে। ছোটকালিয়া গ্রামে হরিতকিতলা এলাকায় সে ধরা পড়ে যায়। গণপ্রহারে জামাই আদর ভালই হয়। শেষে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় এমদাদুলকে।

## ট্রেকার ড্রাইভারের ওপর হামলায় চাকা বন্‌ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর এলাকায় ট্রেকার থামিয়ে চালক অশোক দাসকে মারধোর করে ও তার টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় এসমাইল সেখ নামে স্থানীয় এক মাতাল। এর প্রতিবাদে লালগোলা ও জঙ্গিপুর রুটের ট্রেকার মালিকরা ২৯ জুলাই ট্রেকার চলাচল বন্ধ রাখেন। সি.আই.টি.ইউ. মালিক পক্ষের ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে ডেপুটেশন দেয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন শৈলেন মুখার্জী, উদয় সিংহ প্রমুখ।

## বিড়ির মজুরী বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা : চার বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে বিড়ি শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত ন্যুনতম মজুরী ১৪২.০০, লক বুক, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি দাবী নিয়ে ২৬ জুলাই ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ ও মিঞাপুর বিড়ি কোম্পানীগুলোর সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার প্রেক্ষিতে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই মহকুমা শাসকের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা সভা হয়। সেখানে মালিক পক্ষ ১ আগষ্ট থেকে লক বুক চালু ও হাজার প্রতি ১০.০০ টাকা মজুরী বৃদ্ধির কথা জানালে ট্রেড ইউনিয়ন তা প্রত্যাক্ষণ করে। আগামী ১০ আগষ্ট এ ব্যাপারে পুনরায় আলোচনায় বসবেন বলে মহকুমা শাসক জানান।

## পুর কর্তৃপক্ষের নজরে আসুক

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহরের মধ্যে দূষণ ছড়িয়ে কালো ধুমোর ট্রেকারগুলো দাপটে ঘুরছে। ভারী মালপত্র পরিবহন করছে। অথচ না আছে এদের ধুমো পরীক্ষার ছাড়পত্র, না আছে পরিবহন ট্যাক্স। এ ব্যাপারে পুরসভার কেন তৎপরতা নেই ?

শহরের মধ্যে যেখানে সেখানে ষাড় ও দুগ্ধবতী গাভীর অবাধ বিচরণ। এরা বাজারের মধ্যে, দেব মন্দির চত্বরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে আচমকা গুঁতো মেরে মানুষকে কাহিল করছে। অনেককে অক্ষম করে দিচ্ছে। পুরসভার এক্ষেত্রে কি কিছুই করার নেই?

শহরের ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে প্রাইভেট কার বা সরকারী গাড়ী দাঁড় করিয়ে (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৮

## আধি যখন ব্যাধি

শরীর থাকিলে শরীরে ব্যাধি বা বালাই আসিতে পারে। আপ্ত বাক্য বলে – শরীর ব্যাধির মন্দির। তাই শরীরকে আগে প্রাধান্য দিতে হয়। শরীর ভাঙিলে সব কিছুই ভাঙিয়া দিবে। কথায় বলে সুস্থ শরীরে থাকে সুস্থ মন। কিন্তু এই বিপন্ন ভাঙা সময়ে মানুষের মন কতটা সুস্থ আর কতটা স্বাভাবিক তাহা লইয়া বিচার বিতর্কের তুফান উঠিতেই পারে। জীবনানন্দীয় ভাষায় পৃথিবীর এখন গভীর অসুখ চারিদিকে শুধু অস্পষ্ঠতা। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনের উপর তাহার প্রভাব বা চাপ আসিয়া পড়িতেছে অহরহ।

মানুষের জীবনে সাম্প্রতিক এ্যহস্পর্শফীভার-ফ্রেট-ফ্রাসটেশন। মানুষের দেহে এবং মনে তাহার এখন তখন নানা চাপ-চাপের পারদ নিয়তই ওঠানামা করিতেছে। শরীর সুস্থ থাকিলেও মনের অসুস্থতা নানা দিকে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে অন্তর্ঘাতী কালান্তক এক অসুখের করাল গ্রাসে পড়িতেছে মন এবং শরীর। মনের অসুখ বাধাইতেছে শরীরের অসুখ রোগ বালাই ব্যাধি ব্যারাম – এই সব সমার্থক শব্দ সংকট। যুগের জ্বর, হতাশা, ডিপ্রেশন এই বিপন্ন সময় কালের ব্যাধির উদ্ভেদক, বলা ভাল জনক।

রক্তে মাত্রাতিরিক্ত শর্করা এই রকম এক অন্তর্ঘাতী ব্যাধি। প্রতিনিয়ত উদ্বেগ, দুশিন্তা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা নাকি এই ব্যাধির জননকারী। এই সবের চাপ মনের উপর ক্রমাগত পড়ার ফলে শরীরের উপরে তাহার প্রভাব আসিয়া পড়ে। সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী মানুষদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। ব্যাধির বোধ হয় বাছ বিচার নাই। যাহাদের মন আছে তাহাদের চিন্তা দুশ্চিন্তা আছে।

রক্তে শর্করা বা ডায়াবেটিস এখন পৃথিবীর সর্বত্র। এই রোগ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা আনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৪ই নভেম্বরকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসাবে পালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। নজির হিসাবে এক সমীক্ষামূলক গবেষণা চালাইয়াছে ওড়িশার কটক ডায়াবেটিস গবেষণা সংস্থা। একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায় – ১৯৯৯ সালে অক্টোবরে ওড়িশার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল সুপার সাইক্লোন বা মহা ঘুর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ-সম্পত্তি — রাজ্যের অর্থনীতিও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার স্মৃতি এখনও ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ – তাহাদের মানসিক দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ ভুক্তভোগীদের রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহারা অনেকেই নাকি আজ ডায়াবেটিসের শিকার। আরো জানা যায় – মহাঝড়ের পূর্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষের মতো। এখন তাহার সংখ্যা পনের লক্ষের মতো।

রক্তে শর্করাক্রান্ত রোগী শুধু এই রাজ্যেই নয়, সর্বত্রই বহু মানুষ এই ব্যাধির মৃগয়া। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তাই যদি এই ব্যাধির হেতু হয় তবে তাহার কবল হইতে অব্যাহতি কিভাবে সম্ভব ? মানুষের সচেতনতা বাড়িলেই কি উদ্বেগের পারদ নামিয়া আসিবে ? কে জানে ? সংকটের বিহ্বলতায় এখন অনেকেই ম্রিয়মান।

## বন্‌ধ

মীনাক্ষী রায়

স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি, ট্রামে বাসে চাকা বন্ধ।

– সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স্ট্রাইক বা ধর্মঘট প্রতিবাদের এক প্রাচীনতম অস্ত্র। একে স্বতঃস্ফূর্তও বলা যেতে পারে। মন থেকে আপনা আপনি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বেরিয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে এই প্রতিবাদগুলোকে এক করেই তৈরী হয় প্রতিবাদী আন্দোলন – সামগ্রিক ধর্মঘট বা হরতাল।

শিশুর প্রথম প্রতিবাদ – খাব না। অর্থাৎ অনশন ধর্মঘট। পরবর্তীকালে এই অনশনের আরও বৃহত্তর রূপ আমরা দেখতে পাই, যতীন দাসের ক্ষেত্রে যা আত্মদানে পরিণত হয়েছিল। ধর্মঘটের আসল চেহারা কাজ বন্ধ। শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র ধর্মঘট, শিক্ষক ধর্মঘট, কলকারখানার ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট, মজদুর ধর্মঘট, যানবাহনের ক্ষেত্রে চাকা বন্‌ধ অর্থাৎ যান অচল। এক বা একাধিক ইস্যুর ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘট ডাকা হয়। ইস্যুটি যখন সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থনযোগ্য তখন ডাকা হয় প্রদেশ বা দেশ জুড়ে ধর্মঘট। যেমন বাংলা বন্‌ধ বা ভারত বন্‌ধ। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বন্‌ধ ডাকেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শাসকদলের বিরুদ্ধে। শাসকদল স্বাভাবিকভাবেই বন্‌ধের বিরোধিতা করে থাকেন। পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি, বাস ভাড়া বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি সংবেদনশীল ইস্যুর উপর সাধারণত বন্‌ধ ডাকা হয়। রাজনৈতিক দলগুলি এই ধরনের কর্মসূচীকে ভিত্তি করে দলকে সংহত করেন, নিজেদের শক্তির পরিমাপ করেন এবং তাঁরা যে জনসাধারণের পাশে আছেন তা বোঝানোর চেষ্টা করেন।

বন্‌ধে শ্রম দিবস নষ্ট হয়, স্কুল কলেজে পঠন-পাঠনের ক্ষতি হয় এবং দরিদ্র মানুষের রুজি রোজগার সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে বিরোধী দলগুলি টানা আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল ডেকেছিলেন। তখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন জ্যোতি বসু। সেই হরতালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রিক্সাওয়ালা, হকার, ছোট দোকানদার প্রভৃতিরা মিছিল করে এসে জ্যোতি বসুর বাড়ী ঘেরাও করেন এবং শ্লোগান দেন –

'বন্‌ধের ডাক ফিরিয়ে নাও,
খেয়ে পরে বাঁচতে দাও।
দিন আনি দিন খাই
বাংলা বন্‌ধে উপোস পাই।' ইত্যাদি।

কিছু চাকুরীজীবি বন্‌ধে ছুটি উপভোগ করলেও অধিকাংশ লোকই কোনও না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঘন ঘন বন্‌ধ কোনও অর্থেই কাম্য নয়। কারণ সংবেদনশীল ইস্যু হলেও মানুষ বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হতে চান না। অসঙ্গত বন্‌ধ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করার মত দলের দুর্বলতাটাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দলীয় সমর্থকরা উদ্দীপনার পরিবর্তে হতাশায় ভুগতে থাকেন। বন্‌ধ ডাকার আগে রাজনৈতিক দলগুলির সব দিক ভালোভাবে খতিয়ে দেখা উচিত।

## ইতিহাসের চিঠি তোমাকে নেতাজী

বিশাখা বিশ্বাস

দ্বিপ্রহরের বুক থেকে বিদীর্ণ করে ঘরে ঘরে যখন বেজে উঠছে শংখ, "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে" বিগতদিনের সেই বিশ্বাসঘাতক আমরা বর্তমানের নোতুন প্রজন্মের কাছে আজ নোতুন পোষাকে আবার হাজির হচ্ছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী ? তুমি কী হাসছো কেবল এই জন্যে যে, ভল্লা ছেড়ে মার্ক্সকে আজ বেঁচে থাকতে হচ্ছে এই ভাগীরথীর তীরে এবং লেনিনকে ছেড়ে সুভাষপুজার হিড়িকে আমাদেরও আজ খুঁজতে হচ্ছে টিকে থাকার নোতুন আশ্রয় ?

সেদিনের কথাটা আজো অনেকের মনেই অম্লান হয়ে আছে নেতাজী। ঘরে ঘরে আমরা তখন ফেরি করতাম সেই গল্প – জাপান আর জার্মানের কাছে নাকি দেশ বেচে দিতে চাও তুমি। ঘরে ঘরে ফিসফিসিয়ে আমরা তখন প্রচার কোরতাম, বার্মার পতিতালয়ে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে নাকি ফুর্তির মতলব ছিল তোমার। ঘরে ঘরে আমরা তখন তাই বলতাম, 'মুক্তিফৌজ' নামক তস্কর বাহিনী নিয়ে ভারতের মাটিতে সুভাষ এলে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব সে পাবে আমাদের কাছ থেকে (জনযুদ্ধ তাং-১৩/১/৪৩)।" তোমার প্রবল দেশপ্রেমের জোয়ারে সমগ্র ভারত যখন প্লাবিত হচ্ছে, একদল বেয়াদব ঘোড়ার মতো স্বদেশভূমির সাথে শেকড়হীন, সম্পর্কহীন আমরা মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা সেদিন তখন আমাদের পত্রিকায় আঁকলাম এক ঘৃণ্য কার্টুন ঃ ভারত লুণ্ঠনের জন্যে জাপানী সৈন্যদের পথ দেখিয়ে আনছে এক বিশ্বাসহন্তা বামন–বামনের নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ নভেম্বর ২০)।

দেশমাতৃকার গর্ভজাত বীর সৈনিকগণ যাদের কাছে কোনদিন ভাই ছিল না, বিদেশভূমি যাদের কাছে চিরদিন ছিল ফাদার-ল্যাণ্ড, আজ বিকেলের পরন্ত রোদে হাতে হাত রেখে মানববন্ধন করে নোতুন প্রজন্মকে নোতুন করে আবার তারা বোকা বানাতে চাইছে দেখে তুমি হয়তো হাসছো নেতাজী। তোমার হাসিতে আমাদেরও আজ মনে পড়ে গেল সেদিনের হাস্যকর সেই ইতিহাস। আমরা তখন তোমাদের বলতাম পঞ্চম বাহিনীর – বিশ্বাস হন্তারকের দল। বোম্বের ঐতিহাসিক সেই ২০ মে সম্মেলনে আমরা তাই ঘোষণা করলাম – বিশ্বাসঘাতক পঞ্চম বাহিনী -- অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল ট্রেইটর বোসের ফরওয়ার্ড ব্লক (কমিউনিষ্ট পার্টি বাই মধু লিমায়ে পৃঃ-৪৯)। সেই সাথে আমাদের সংগ্রামী কাগজে আমরা ছাপলাম একটি কার্টুন ঃ হাজার হাজার (৩য় পাতায়)

# লাইব্রেরীর সার্থকতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আজকাল এমন একটা জায়গা দেখা যায় না যেখানে দু'একটা লাইব্রেরী না আছে। লাইব্রেরীর উৎসাহী বালক ও যুবকদের বলতে শোনা যায় যে, লাইব্রেরী স্থাপন করলে নাকি দেশের শিক্ষা সমস্যার একটা সমাধান করা যায় এবং তাঁরা সেই সদুদ্দেশ্য নিয়েই এই শুভকার্য্যে নেমে যান। বাস্তবিক, প্রকৃত লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য যে তা'ই, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, তা'তে এমন সব বই ও পুঁথি রাখা হ'বে, যার দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সঙ্গে যাঁদেরই সম্বন্ধ আছে, তাঁদের এটা পরিষ্কার জানা দরকার যে পাঠকদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য সকলের উপরেই লাইব্রেরীর সার্থকতা নির্ভর করে। কেবল অবসর বিনোদনের পাঠ্য সরবরাহের জন্যই লাইব্রেরী স্থাপন নয়। লাইব্রেরীর মহান উপকারিতা সম্বন্ধে একটা খুব উচ্চ ধারণা প্রত্যেক পাঠকেরই বিশেষভাবে থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সাহায্য করাও লাইব্রেরীর একটি প্রধান কাজ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা লাইব্রেরী হবে অধিকতর জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র।

আজকাল আমরা দেশের চারিদিকে যত লাইব্রেরী দেখতে পাই, তাতে যদি এই সব উদ্দেশ্য বাস্তবিক রক্ষিত হয়, তা'হলে ব'লতে হ'বে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই ? পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা লাইব্রেরী স্থাপন করি, আর মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে, আমরা শিক্ষার উন্নতির সাহায্য করছি।

দেখ্‌তে পাচ্ছি, অলিতে গলিতে লাইব্রেরী স্থাপন করে আমরা উপন্যাস ও গল্পের বই-এর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। আজকাল আর সেকাল নয় যে

## ইতিহাসের চিঠি তোমাকে নেতাজী

(২য় পাতার পর)

নিরন্ন নিরীহ ভারতবাসীর মাথার ওপরে তুমি ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ করছো জাপানী বোমা (জনযুদ্ধ তাং-২১/১১/৪৩)। তোমার কী মনে আছে নেতাজী সেই জঘন্য কার্টুনের ইতিহাস ? হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবেনট্রপের কোটের পকেটে বসে আছে এক বিড়াল, বিড়ালের গায়ে লেখা ট্রেইটর বোস ?.....

নেতাজী, সেদিনের সেই রাজনৈতিক কাঁচা

(শেষ পাতায়)

কষ্ট ক'রে নূতন বই এর পাতা কেটে নিতে হবে। তবু যদি দপ্তরীর অসাবধানতায় কোন মাসিক পত্রের পাতা কাটা না থাকে, তা হ'লে দেখা যায় যে সেগুলি ৫/৭ জনের পড়া হয়ে গেলেও গল্প উপন্যাসের পাতাগুলি ছাড়া অন্য পাতা কাটাই হয় না। তারপর চলছে আরও একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। আর্টের নাম ক'রে যে সব নক্কারজনক গল্প ও উপন্যাস আজকাল বাজারে বা'র হচ্ছে, সেগুলো পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়। অথচ সেই সব হ'ল আজকালকার অনেকেরই পাঠ্য।

সকলেরই নিজে কিছু পয়সা খরচ ক'রে বই কিনবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু পড়বার সখ আছে। কাজেই মাসে দু'চার আনা খরচ করে লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে তাঁরা এই সব বই পড়ছেন। তার ফল হচ্ছে এই যে, এই সব হালকা সাহিত্য ও রোমাঞ্চকর গল্প ও উপন্যাস পড়ার পর কোন গভীর বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা আমাদের ক্রমেই পল্লবগ্রাহী হয়ে পড়ছে। গভীর বিষয়ের গবেষণার সাহায্য করাই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ কথা আগেই বলেছি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে লাইব্রেরী থেকে আধুনিক কুরুচিসঙ্গত গল্পের বই ও উপন্যাস একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত।

দেশের বর্তমান দুর্দ্দিনে যুবকদের অনেক কিছু করবার আছে, তার মধ্যে লাইব্রেরীর সংস্কারে প্রয়োজনও আছে।

(রচনাকাল ১৩৩৬ সাল)


RAMEL INDUSTRIES Ltd.
Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেল প্রযুক্তির উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ
এখন উড়িষ্যার কোণায় কোণায়

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

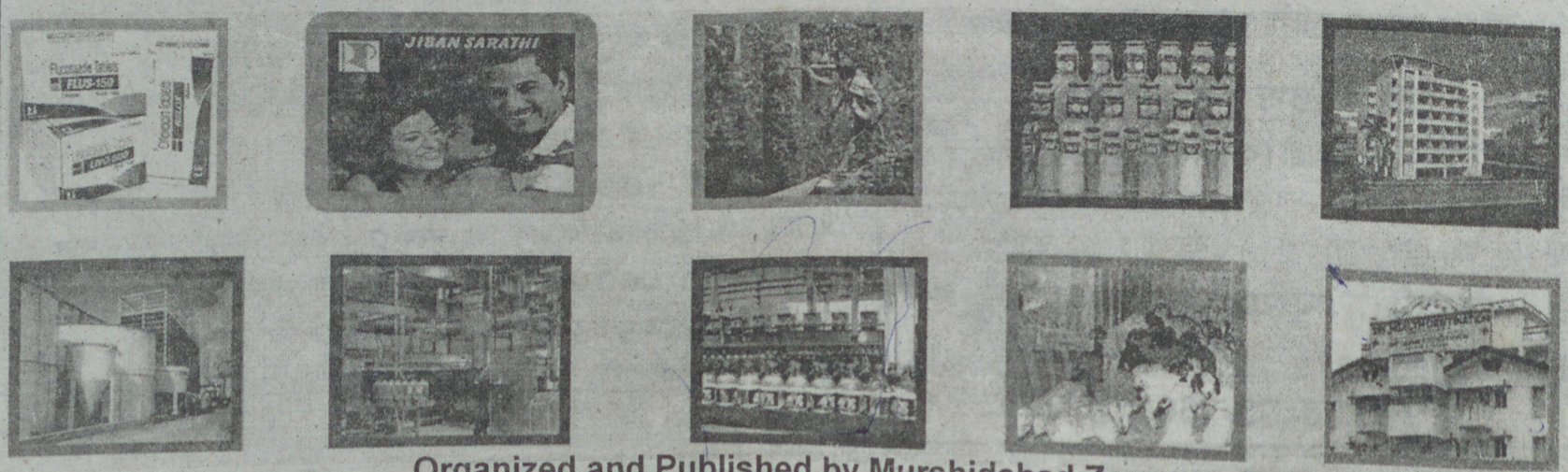


Organized and Published by Murshidabad Zone

## পুর কর্তৃপক্ষের নজরে আসুক

(১ম পাতার পর)

ঘন্টার পর ঘন্টা কেনাকাটা করছেন অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে স্কুল বাস বা মাল বোঝাই লরি মোড় ঘুরতে না পেরে অযথা রাস্তা ঘিরে জ্যামের সৃষ্টি করছে। এখানে না আছে পুলিশের মাথা ব্যথা না পুরসভার।

পুর এলাকার রাস্তার আলোগুলো সকাল ৭ টা – ৮ টা পর্যন্ত জ্বলে থাকছে। সূর্যের প্রখর আলোয় ভেপার ল্যাম্পগুলো অস্বস্তিতে পড়লেও দায়িত্বশীল কর্মীর মধ্যে কোন হেলদোল নেই। গত ৩০ জুলাই বেঃ আড়াইটায় রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করেন কর্মীটি। পুরবাসীর অর্থের অপচয় চলছেই।


# Govt. of West Bengal

**Office of the Child Development Project Officer**
**Farakka ICDS Project Office, Dist- Murshidabad.**

**Memo No:-139 /ICD/Fkk** **Date:-27.7.11**

# Tender Notice

*Sealed tenders are hereby invited for storing of food grains and other articles of Farakka ICDS Project. Forms will be given to the bonafide contractors only on production of valid credential of Rs 1,00,000/-for last two financial years i.e. for 2009-2010 & 2010-2011 for storing of food grains of Govt. organization. The tender form alongwith terms & condition will be had from office of the undersigned on & from 10.8.1 l to 19.8.11 from 12 noon to 3 pm on office days only after payment of Rs. 50/- for each form.*

***Sd/-***
***Child Development Project Officer***
***Farakka ICDS Project, Murshidabad***

***Memo No.137/ICD/Fkk Date-27-7-11***



# স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

**রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ**

**(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)**

*আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে* ***"স্বর্ণালী পার্লসের"*** *মুক্তোর গহনা।*

**: জ্যোতিষ বিভাগে :**

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

**(অগ্রিম বুকিং করুন)**

**Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088**
**PH.: 03483-266345**


## প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে ও জঙ্গিপুর হাসপাতালের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ শিবির হয়ে গেল গত সপ্তাহে জঙ্গিপুরের কিছুক্ষণ লজে। সেখানে ১ থেকে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিবন্ধীরা উপস্থিত ছিলেন। পাঁচজন ডাক্তারের একটা বোর্ড করে প্রতিবন্ধীদের স্বীকৃতি দেয়া হয়। পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম জানান – চিহ্নিতকরণ শংসাপত্র না থাকায় বহু প্রতিবন্ধী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। ১৩ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ পাড়ে ভাগীরথী লজে বাকী ওয়ার্ডের প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ শিবির খোলা হবে।

## ইতিহাসের চিঠি

(৩য় পাতার পর)

শয়তানেরা আজ নিরীহ সজ্জনের মতো কথা বলছে শুনে তুমি কী হাসছো ? পাপের কাছে তার বাপেরা আজ কানমল্য খেয়ে রাজ্য জুড়ে যে কাণ্ড করছে তা দেখে আমরাও আজ না হেসে পারছি না নেতাজী। কত কথাই না আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। তুমি তো জানতে তোমাকে আমরা বোলতাম ৫ম বাহিনীর সর্দার – বিশ্বাসঘাতকের নেতা। তাই যে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুমি করে গেলে আপোষহীন সংগ্রাম, সেই ইংরেজ রাজশক্তিই ঠেঙারে কর্মচারী ম্যাক্স-ওয়েলকে আমাদের কমরেড পী/সি জোশী লিখলেন তোমার প্রবল ব্যক্তিত্বের জোয়ারে উদ্বেলিত সংগ্রামী ভারতের "বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে, পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তুমি আমাদের যথাযথ সাহায্য কর" (১৫/৩/৪৬ এ জোশীর চিঠি যা ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে এবং যার ফটোকপি লেখিকার হাতে আছে)। সেই সাথে আমরা সেদিনও এঁকেছিলাম এক কার্টুন ঃ জাপানী দৈত্যের পোষা এক খোকার ছবি, খোকার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ তাং-৮/৮/৪৩)। আরেক কার্টুন ছিল তালগাছে চেপে এক ভারতীয় কুত্তা ভারতের দিকে চেয়ে আছে – তাকে নীচে পাহারা দিচ্ছে এক জাপানী সৈনিক – কুত্তার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ – ১৯৪৩)।.....

যারা এইভাবে তোমাকে একদিন তোজোর কুত্তা বলেছিলো, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন ফিফথ কলামিষ্ট বলেছিল, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন কুইসলিং বলেছিল, ইতিহাসের কড়া চাবুকে ক্ষতবিক্ষত সেই মীরজাফর ইয়ারলতিফ আর উমিচাদের, যারা ভল্গার বুক হতে তাড়া খেয়ে এসে গঙ্গার বুকে আজ আশ্রয় নিয়েছি – ইতিহাস না জানা আজকের নবীন প্রজন্মের কাছে তোমাকে পুঁজি করে তারাই আবার একটুকু শক্তপোক্ত হতে চাইছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী ? ....

হাসো – নেতাজী তুমি হাসো। কেননা, জোরদার জমিদারের বুকে বসাবো বলে পুঁজিপতির কামারশালা থেকে যে ছুরিকায় আমরা একদিন শান্ দিয়ে আনতাম, তার চেয়েও অনেক বেশী ধারালো তোমার ঐ বাঁকা হাসি। তোমার ঐ হাসিতে মুক্ত বুদ্ধির নয়াপ্রজন্ম ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে নিজেরাই খুঁজে পাক সাবেকী সেই বিশ্বাসহন্তারকদের আসল ইতিহাস। জয়হিন্দ, জয়তু নেতাজী।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।